ইউনিট ২

এক মালিকানা সংগঠন
(Sole Proprietorships)

ভূমিকা

বর্তমানে নানাবিধ ব্যবসায় সংগঠন দেখা যায়। যেমন- এক মালিকানা, অংশিদারী এবং কোম্পানি। এদের মধ্যে এক মারিকানা সংগঠন ব্যবসায় সংগঠনের প্রাচীনতম রূপ। মানব সভ্যতার আদিযুগে মিশর, গ্রীস, রোম, ভারত প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য দেশে সংগঠিত ব্যবসায় হিসেবে এক মালিকানা ব্যবসায়ের জন্ম হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় সংগঠনের মধ্যে আজও এই জাতীয় ব্যবসায় সংগঠনের সংখ্যা অধিক এবং ইহার প্রচলনও খুবই ব্যাপক। তবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এই ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করা খুব সহজ, স্বাধীনভাবে পরিচালনা করা যায়, এবং সরকারী বিধি নিষেধ মুক্ত। এ সকল বহু বিদ সুবিধা থাকার জন্যে এক মালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় জগতে খুব জনপ্রিয়। এক মালিকানা সংগঠন একাধিপতি, এক-মালিকী ব্যবসায়, একক মালিকানা সংস্থা, এক মালিকানা ব্যবসায় প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

পাঠ ১ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- এক মালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- এক মালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা ঃ যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয় তাহাকে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে। এইরূপ ব্যবসায়ে মালিকের সংখ্যা কখনো একের বেশি হইতে পারে না। ইহার প্রয়োজনীয় মুলধন মালিক নিজেই সরবরাহ করে এবং মুনাফাও সে একাই ভোগ করে। ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকিও তাকেই বহন করতে হয়। এই জাতীয় ব্যবসায়ের মালিক নিজেই কারবার পরিচালনা করেন। তবে প্রয়োজনে মালিক তাহার পরিবারের সদস্যদের সাহায্য নিতে পারেন বা বেতন ভোগী কর্মচারী লইয়াও ব্যবসার পরিচালনা করতে পারেন। সুতরাং যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজেই শ্রম ও মূলধন সরবরাহ করে, সমস্ত লাভ-লোকসান নিজেই ভোগ করে এবং ঝুঁকি গ্রহণসহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজেই পালন করে তাহাকে এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন বলে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

নিচে এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য গুলো বর্ণনা করা হলঃ

১. গঠন

এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন করা খুবই সহজ। যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় এই ব্যবসায় গঠন করতে পারে এর জন্য কোন বিশেষ আইন-কানুন পালন করতে হয় না। শহর এলাকায় এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হয়।

২. মালিকানা

এই ব্যবসায় সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর মালিক মাত্র একজন। কোন অবস্থাতেই এর মালিক একাধিক হতে পারবে না।

৩. মূলধন

এ ব্যবসায়ের মূলধন মালিক নিজেই সরবরাহ করে। প্রয়োজন হলে মালিক ব্যাংক বা অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করেও মূলধনের যোগান দিতে পারে। সাধারণত এ ধরনের ব্যবসায়ে মূলধনের পরিমাণ স্বল্প। আমাদের দেশে ছোট ছোট মুদি দোকান, চায়ের দোকানগুলো সাধারণত একমালিকানায় পরিচালিত। আপনি একটু লক্ষ্য করলেই এর বাস্তব চিত্র পেতে পারেন।

৪. ঝুঁকি

ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি মালিককে একাই বহন করতে হয়। যেহেতু মালিক একা তাই ব্যবসায়ের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি অপরের উপর চাপাতে পারে না।

৫. মুনাফা

এ জাতীয় ব্যবসায়ের মুনাফা মালিক একাই ভোগ করে। তেমনি ব্যবসায়ে লোকসান হলে তাকেই উহা বহন করতে হয়।

৬. পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

এক মালিকানা ব্যবসার সংগঠনের পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পুরোপুরি মালিকের। তবে প্রয়োজন হলে মালিক তার কাজের সাহায্যের জন্য বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন বা তার পরিবারের সদস্যদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

৭. অসীম দায়

এ জাতীয় ব্যবসায় সংগঠনের সকল দায় মালিককেই বহন করতে হয় এবং তার দায় অসীম। অর্থাৎ ব্যবসায়ের দেনা মেটাবার জন্য প্রয়োজনে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বিক্রয় করার বিধান আছে। এখানে বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, আপনি নিজের উদ্যোগে একটি এক মালিকানা ব্যবসা শুরু করলেন। ব্যবসার প্রয়োজনে কিছু অর্থ ঋণ করলেন। যদি কোন কারণে ব্যবসা চালাতে পারেন না এবং পাওনাদারদের পাওনা অর্থ ফেরত দিতে হয়, তাহলে এই দায় পরিশোধ করার জন্য আপনাকে ব্যবসায় অবশিষ্ট সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে। যদি বিক্রয় লব্দ অর্থে দায় পরিশোধ করতে না পারেন তখন আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে তা মেটাতে হবে। দায় ব্যবসায়ের সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বিধায় বলা হয় এক মালিকানা ব্যবসায়ের দায় অসীম।

৮. আইনগত সত্তা

এরূপ ব্যবসায়ের কোন আইনগত পৃথক সত্তা নেই। ব্যবসায় হতে মালিককে পৃথকভাবে দেখা হয় না।

৯. আয়তন

পুঁজি ও পরিচালনায় সীমাবদ্ধতার কারণে এ জাতীয় ব্যবসায় সংগঠনের আয়তন সাধারণতঃ ছোট হয়ে থাকে।

১০. একক সিদ্ধান্ত

মালিক ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন সময় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুততর হয়।

১১. স্থায়িত্ব

এ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মালিক ইচ্ছা করলে যে কোন সময় ব্যবসায় বন্ধ করে দিতে পারে বা যতদিন খুশি ততদিন ব্যবসায় চালু রাখতে পারে।

পাঠ-সংক্ষেপ

* যে ব্যবসায় সংগঠনের মালিক একজন এবং মালিক নিজেই শ্রম ও মূলধন সরবরাহ করে, সমস্ত লাভ-লোকসান নিজেই ভোগ করে এবং ঝুঁকিগ্রহণ সহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজেই পালন করে তাকে এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন বলে।
* এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- একক মালিক, সহজ গঠন, মালিক কর্তৃক এককভাবে মূলধন সরবরাহ, অসীমদায়, লাভ-ক্ষতি এককভাবে বহন, একক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছা ও একক সিদ্ধান্ত, ক্ষুদ্রায়ত প্রভৃতি।

পাঠ ২ এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- এক মালিকানা সংগঠনের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের সুবিধাসমূহ ঃ

নিচে এক মালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলোঃ

১. গঠনের সুবিধা

এক মালিকানা ব্যবসায় খুবই সহজ ও সরল। এ ব্যবসায় গঠনে কোন আইনগত জটিলতা না থাকায় যে কেউ ইচ্ছা করলেই এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে।

২. ব্যক্তিগত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা

যেহেতু এর মালিক একজন এবং ব্যবসায়ে লাভ হলে তিনি একাই ভোগ করেন, পরিচালনায় তাঁর উদ্যম ও যত্নের শেষ থাকে না। ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণার দরূণ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

৩. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মতামত, অনুমোদন বা পরামর্শের প্রয়োজন হয় না বলে মালিকের পক্ষে দ্রুততার সহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করা যায়।

৪. নমনীয়তা

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের পরিবেশ খুবই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে ব্যবসায়ের নীতি, কর্মপন্থা, প্রকৃতি প্রয়োজনমত রদবদল করতে হয়। এ ব্যবসায়ের মালিক ও নিয়ন্ত্রক একজন হওয়ায় তিনি সহজেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন। এতে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৫. গোপনীয়তা রক্ষা

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক বিষয় অনেক সময়ই গোপন রাখতে হয়। এক মালিকানা ব্যবসায়ের মালিক একজন হওয়ায় তিনি অধিক মাত্রায় গোপীনয়তা বজায় রাখতে পারেন।

৬. ব্যক্তিগত সম্পর্ক

মালিক নিজেই প্রত্যক্ষভাবে এ জাতীয় ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ফলে কর্মচারীদের সাথে মালিকের একটি নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। এতে করে শ্রম-বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং কর্মচারীরা অধিকতর মনোযোগের সহিত কাজ সম্পাদন করে।

৭. অধিক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ

এ জাতীয় ব্যবসায়ের সকল দায়-দায়িত্ব মালিকের ব্যক্তিগত এমনকি এর দেনার দায় তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরও পড়ে। এ জন্য এরূপ ব্যবসায়ে ঋণ দাতারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে, যা ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহ সহজ করে দেয়।

৮. ব্যয় সংকোচ ও অপচয় নিরসন

এ রূপ ব্যবসায়ের মুলকাজগুলো মালিক নিজেই পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করেন বিধায় এর ব্যয় হ্রাস ও অপচয় নিরসন সহজ সাধ্য হয়।

৯. আয়করের সুবিধা

এ ব্যবসায়ের মালিক কে ব্যক্তিগতভাবে আয়কর দিতে হয় বলে ব্যবসায়ের জন্য তাঁকে আলাদাভাবে কর দিতে হয় না।

১০. ভোক্তার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক

এ ব্যবসায়ে মালিক নিজেই যেহেতু পরিচালনা করেন, সেহেতু তাঁর সাথে ক্রেতা সাধারণের একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এতে করে মালিক ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে পারে।

১১. সম্পূর্ণ একক নিয়ন্ত্রন

কোন ব্যবসায়ের মালিক একজন হলে সে মানসিক দিক থেকে অধিক তৃপ্তি লাভ করে। কারণ সে নিজেই নিজের চালক। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কাহারো সাথে পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। এই অনুভূতি তাকে কঠিন পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ করে, যা ব্যবসায়ের সাফল্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১২. স্বাধীন পেশা

মালিকের নিকট ইহা একটি স্বাধীন বৃত্তি। সে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। স্বাধীনতাকামী ব্যক্তির নিকট এক মালিকানা ব্যবসায় একটি আশীর্বাদস্বরূপ।

১৩. সামাজিক গুরুত্ব

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এক মালিকানা ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ। ইহা গঠন করতে অল্প মূলধন প্রয়োজন হয় বলে সমাজের যে কোন ব্যক্তি ব্যবসায় করিবার সুযোগ লাভ করে। তা ছাড়া জনগণের নিকট অবস্থান করে তাদের চাহিদা পূরণ করে এ জাতীয় ব্যবসায় সংগঠন সমাজ-কল্যাণে অবদান রাখে।

১৪. সহজ বিলোপ সাধন

এ ব্যবসায় গঠন যেমন সহজ, তেমনি এর বিলোপ সাধন ও সহজ, মালিক ইচ্ছা করলে যে কোন সময় এর বিলোপ সাধন ঘটাতে পারে।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাসমূহ ঃ

নিচে এক মালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো-

১. সীমিত মূলধন

এক মালিকানা ব্যবসায়ের মালিক একজন হওয়ায় তাঁর পক্ষে অনেক সময় ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ের অর্থসংস্থান নিজস্ব তহবিল হতে যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। ইহার ফলে ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২. অসীম দায়

এ জাতীয় ব্যবসায়ে মালিকের দায়-দায়িত্বের কোন শেষ নেই। ব্যবসায়ের দেনার দায়ে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক হতে পারে।

৩. বৃহদায়াতন কারবারের পক্ষে অনুপযুক্ততা

এক মালিকানা ব্যবসায় খুব বড় হতে পারে না। সীমিত মূলধন ও একজন মালিকের ব্যক্তিগত দক্ষতায় সীমাবদ্ধতার কারণে যেহেতু উহা বড় হতে পারে না, সেহেতুে উহাকে কতগুলো বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়, যেমন– দক্ষ ব্যবস্থাপক বা বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগে অক্ষমতা, স্বল্পপরিমাণ মালপত্র কেনার দরুন আনুষঙ্গিক ব্যয়াধিক্য, পরিবহনে অসুবিধা, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারের অক্ষমতা ইত্যাদি।

৪. সীমিত কর্মশক্তি

একজন ব্যক্তি যতই প্রতিভাশালী হউক না কেন তার কর্মক্ষমতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একটা স্তরের পরে সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই ব্যবসায়ের আয়তন বৃদ্ধি ঘটলে একজন মাত্র ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসায়ের সকল বিষয় ও বিভাগগুলো সমান দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৫. স্বল্প স্থায়িত্ব

এরূপ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব একেবারেই অনিশ্চিত। মালিকের মৃত্যু, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ্যতা, দেউলিয়াত্ব, ব্যক্তিগত অক্ষমতা ইত্যাদি যে কোন কারণে এই ব্যবসায় সংগঠনের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

৬. মালিকের খামখেয়ালীপনা

মালিক সুদক্ষ হলে ব্যবসায়ের যেমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তেমনি মালিকের অযোগ্যতা বা খামখেয়ালীপনার জন্য এরূপ ব্যবসায় সহজেই অবনতির দিকে যেতে পারে।

৭. সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র

বিশেষ কতগুলো ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসায় যেমন– মুদিদোকান, মনিহারী দোকান, সেলুন, দর্জির দোকান, খাবার হোটেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ জাতীয় ব্যবসায় সংগঠন উপযুক্ত। কিন্তু বৃহদাকারের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন উপযুক্ত নয়।

৮. মর্যাদার অভাব

এক মালিকানা ব্যবসায়ের আইনগত সত্ত্বা নেই। ফলে জনগণ এটাকে কোম্পানির মত মর্যাদা প্রদান করে না।

৯. বিপর্যয়

একই মালিকের একাধিক ব্যবসায় থাকলে এবং যে কোন একটি লোকাসান দেখা দিলে বা বিপদের সম্মুখীন হলে অন্য ব্যবসায় উপর এর প্রতিক্রিয়া পড়ে। ফলে অন্য ব্যবসায়গুলি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

পাঠ-সংক্ষেপ

* এক মালিকানা ব্যবসায়ের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো হলো-

  গঠনের সুবিধা, ব্যক্তিগত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নমনীয়তা, গোপনীয়তা রক্ষা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, অধিক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ, ব্যয় সংকোচ ও অপচয় নিরসন, আয়করের সুবিধা, ভোক্তার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, সম্পূর্ণ একক নিয়ন্ত্রন, স্বাধীন পেশা, সামাজিক গুরুত্ব, সহজ বিলোপ সাধন,

* এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের অসুবিধাগুলো হলো-

  সীমিত মূলধন, অসীম দায়, বৃহদাকার কারবারের পক্ষে অনুপযুক্ততা, সীমিত কর্মশক্তি, স্বল্প স্থায়িত্ব, মালিকের খামখেয়ালীপনা, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, মর্যাদার অভাব, বিপর্যয়।

পাঠ ৩ এক মালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব ও উপযোগী ক্ষেত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের গুরুত্ব বর্ণনা পারবেন
- এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গুরুত্ব

এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন আমাদের প্রতিদিনের সাথী। নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক পুঁজিবহুল শিল্প উন্নয়নের যুগেও এ জাতীয় ব্যবসায় সংগঠন সাফল্যের সাথে তার ঐতিহ্যের ধারা বজায় রেখে চলছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবসায়ের যে গুরুত্ব রয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. সহজ গঠনপ্রণালী

আধুনিক প্রতিযোগিতা মূলক জটিল ব্যবসায় জগতেও একমালিকানা ব্যবসায় গঠনে তেমন কোন আইনগত জটিলতা পালন করতে হয় না বলে এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

২. ব্যাপক সেবা প্রদান

অল্প কিছু মূলধন নিয়ে অতি সহজে এ জাতীয় ব্যবসায় শহরে, বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্র গড়ে উঠায় পণ্য ও সেবাসামগ্রী সহজে ক্রেতা সাধারণের হাতে তুলে দিয়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করতে পারে।

৩. স্বল্প মূলধন প্রয়োজন

আমাদের দেশের মানুষ গরীব বিধায় তাদের পক্ষে বৃহদায়তনের ব্যবসায় গড়ে তোলা খুবই কঠিন। তাই তাদের জন্য অল্প পুঁজি দিয়ে সহজেই এ জাতীয় ব্যবসায় গঠন করতে পারে।

৪. বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দান

বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব এ জাতীয় সংগঠন পালন করে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের চাকাকে সচল রাখছে। উদাহরণস্বরূপ একটি কোমল পানীয় কোম্পানির কথা ধরা যাক। এই কোম্পানিটি নিশ্চয়ই খুব বড় আকারের। এর পণ্য অর্থাৎ পানীয় বোতলগুলো বিক্রয় করা হচ্ছে আপনার ধারের কাছে মুদি দোকান বা খাবার দোকানের মাধ্যমে।

৫. সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার

আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে বৃহদায়তন ব্যবসায় গঠন করা যায় না বিধায় তারা সহজেই এক মালিকানা ব্যবসায় গড়ে তুলে তাদের সঞ্চয়ের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে।

৬. সহজ কর্মসংস্থান

চাকুরির বাজার সীমিত বলে যে কোন বেকার লোক স্বল্প পরিসরে অল্প পুঁজি নিয়ে এ জাতীয় ব্যবসায় গঠন করে সহজেই বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এতে দেশের বেকার সমস্যাও কমতে থাকে।

৭. সহজ পরিচালনা

এ জাতীয় ব্যবসায় পরিচালনা বৃহদাকার ব্যবসায়ের মত জটিল নয় এবং মালিক যেহেতু নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করেন সেহেতু এর পরিচালনা ব্যয় ও তুলনামূলক কম হয়।

৮. অবস্থানগত সুবিধা

এরূপ ব্যবসায় শহরে, গ্রামে-গঞ্জে বা যেকোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে তোলা যায়, যা বৃহদায়তন বিশিষ্ট ব্যবসায়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

৯. স্বাধীন পেশা

যারা স্বাধীন চেতা ও স্বাধীন পেশা পছন্দ করে এবং অন্য কারও নিকট জবাবদিহি করতে চায় না, তাদের জন্য এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন খুবই উপযোগী।

১০. বাজার সৃষ্টি

ক্ষুদ্র এক মালিকানা ব্যবসায় ভোক্তা সাধারণের অতি নিকটে অবস্থান করায় পণ্য ও সেবার চাহিদা বা বাজার সৃষ্টিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে করে ভোক্তারা যেমন নুতন ও উন্নত পণ্য ব্যবহারের সুযোগ পায়, অপর দিকে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে।

১১. সম্পদের সুষম বন্টন

বৃহদায়তন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্পদ যেভাবে কতিপয় ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জীভূত হয়, এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এ জাতীয় ব্যবসায় দেশের আনাচে কানাচে গড়ে উঠে বলে সাধারণ মানুষের মাঝে গড়ে উঠে বলে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়।

১২. উত্তম প্রশিক্ষণ

এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, যা তাকে বৃহদায়তন ব্যবসায় গঠনে সাহস ও শক্তি জোগায়।

১৩. পরিবর্তনশীল চাহিদাপূরণ

এক মালিকানা ব্যবসায় ক্রেতাদের রুচি, চাহিদা, আয় ও পছন্দের সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজন মত পণ্যের যোগান নিশ্চিত করতে পারে।

এ ছাড়াও সম্পদের সদ্ব্যবহার, স্বনির্ভরতা অর্জন, ব্যবসায়ী পরিবেশ সৃষ্টি, মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি সামাজিক সুসম্পর্ক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বোপরি, মানুষের অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনে এরূপ ব্যবসায় যে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে- সারা বিশ্বে এরূপ ব্যবসায়ের ব্যাপক উপস্থিতিই তার প্রমাণ।

এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের উপযুক্ত ক্ষেত্র

এক মালিকানা ব্যবসায়ের বেশ কিছু অসুবিধা থাকার পরেও আধুনিক বিশ্বে এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং আপন মহিমায় মহিমান্বিত। এ সংগঠনের এমন কিছু বিশেষায়িত ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠনগুলো অলাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নিম্নে এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

১. স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়

যে সকল ব্যবসায়ে অল্প পুঁজির প্রয়োজন হয় সেখানে এক মালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচিত হয়; যেমন- পান বিড়ির দোকান, তরি তরকারীর দোকান, সেলুন, লন্ড্রি ইত্যাদি।

২. সীমিত চাহিদার পণ্য

যে সকল পণ্যের চাহিদা বিশেষ কোন এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন- হোটেল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় উপযুক্ত।

৩. খুচরা পণ্য

ভোক্তারা যে সকল পণ্য স্বল্প পরিমাণে ক্রয় ও ব্যবহার করে সে সকল পণ্যের বিপণনে এক মালিকানা ব্যবসায়ের জুড়ি নেই, যেমন- মুদির দোকান, মনোহারীর দোকান ইত্যাদি।

৪. প্রত্যক্ষ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

যে সকল ব্যবসায়ে মালিক ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসার সার্বিক বিষয় দেখাশুনা করে ভোক্তার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তোলে সে সকল ব্যবসায়ের জন্য এক মালিকানা ব্যবসায় খুবই উপযুক্ত; যেমন- চুলকাটার দোকান, দর্জির দোকান, ঔষধের দোকান, লন্ড্রী, মেরামত কারখানা ইত্যাদি।

৫. পেশাদারী ব্যবসায়

চিকিৎসা, প্রকৌশলী, আইন ব্যবসায়, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণ, ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, প্রতিনিধি প্রভৃতি পেশাদারী ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় অধিকতর উপযুক্ত।

৬. পচনশীল দ্রব্যের ব্যবসায়

দ্রুত পচনশীল দ্রব্যের ব্যবসায় যেমন- মাছ, মাংশ, দুধ, শাক সব্জির ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় উপযুক্ত।

৭. স্বাধীন মনোভাব

স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে ইচ্ছুক, কারো অধীনে বা কারো নিকট জবাবদিহী করতে পছন্দ করে না এমন ব্যক্তিদের জন্য এ জাতীয় ব্যবসায় অত্যান্ত জনপ্রিয়।

৮. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প, স্বর্ণকার এর ব্যবসায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় উপযুক্ত।

৯. শৈল্পিক কর্মের ব্যবসায়

যে সকল কর্মের সাথে ব্যক্তিমালিকের সম্পর্ক বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় উত্তম বলে বিবেচিত। যেমন- চিত্র কর্মের ব্যবসায়, ফটোতোলার ব্যবসার, স্বর্ণকারের দোকান ইত্যাদি।

১০. ভ্রাম্যমান ও সাময়িক ব্যবসায়

যে সব পণ্য ফেরি করে বিক্রয় করা হয় বা যে সকল ব্যবসায় ভ্রাম্য প্রকৃতি সেসব ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় উপযোগী। ভ্রাম্য প্রকৃতি সেসব ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় উপযোগী। বিভিন্ন মেলা বা প্রদর্শনীতে স্বল্প সময়ের জন্য এক মালিকানা ব্যবসায় গড়ে উঠে।

১১. খুচরা ক্রয়-বিক্রয়

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় উপযুক্ত। এ ধরনের ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পৃথিবীর সবদেশেই দেখা যায়।

মোট কথা, পুঁজি, শ্রম, ঝুঁকি, স্থান ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যবসায়ে কম প্রয়োজন হয় সে ব্যবসায়গুলো এক মালিকানা ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।

পাঠ-সংক্ষেপ

* নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিক থেকে এক মালিকানা ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ঃ সহজ গঠন প্রণালী, ব্যপক সেবা প্রদান, স্বল্প মূলধন প্রয়োজন, বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দান, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার, সহজ কর্মসংস্থান, সহজ পরিচালনা, অবস্থানগত সুবিধা, স্বাধীন পেশা, বাজার সৃষ্টি, সম্পদের সুষম বন্টন, উত্তম প্রশিক্ষণ, পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ।
* এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ ঃ স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়, সীমিত চাহিদার পণ্য, খুচরা পণ্য, প্রত্যক্ষ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, পেশাদারী ব্যবসায়, পচনশীল দ্রব্যের ব্যবসায়, স্বাধীন মনোভাব, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, শৈল্পিক কর্মের ব্যবসায়, ভাম্যমান ও সাময়িক ব্যবসায়, খুচরা ক্রয়-বিক্রয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. এক মালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিন।

২. সংক্ষেপে এক মালিকানা কারবারের গুরুত্বসমূহ বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. এক মালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

২. এক মালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা-অসুবিধাগুলো বর্ণনা করুন?

৩. এক মালিকানা সংগঠন এত গুরুত্বপুর্ণ কেন?

৪. এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করুন?